# বাণীমন্দির অনুসন্ধান বিভাগ

ধ্রুব চৌধুরী, আন্দুল

---

**Reference - RECORDING GENEALOGY - NOTE ON A LOST PROFESSION by Nabakumar Duary and Bibhu K. Mohanty, Research Associates, AnSI Kolkata HQ.**

---

বিভিন্ন কারণে অতীতে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারের কুলগ্রন্থ প্রস্তুত করা হইত। তবে, সেই গ্রন্থ সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে বোধগম্য ছিল না। এই কারণে, বংশতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় নন্দলাল দাস মহাশয় ইং ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার কুমোরটুলি অঞ্চলে, ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের বিপরীতে, এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন– "বাণীমন্দির অনুসন্ধান বিভাগ"। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের পেছনে তাঁহার দুইটি মূল লক্ষ্য ছিল; প্রথমত, কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত পরিবারের জাত্যংশ অনুসন্ধান; দ্বিতীয়ত, উক্ত পরিবারের বংশতালিকা প্রস্তুতকরণ। তদ্ব্যতীত, বংশতালিকা মুদ্রণের নিমিত্ত তিনি বিশেষভাবে জাপান হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ আমদানি করিতেন।

ঐ সংস্থাটি মূলত নন্দলাল দাস মহাশয় ও পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিচালনা করিতেন। পরেশনাথ বাবু উক্ত সংস্থায় এক জন বংশতত্ত্ববিদরূপে কর্ম্মরত ছিলেন। কেহ তাঁহার নিকট তাঁহাদের বংশতালিকা প্রস্তুতের আবেদন জানাইলে, তিনি গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে উহা প্রস্তুত করিতেন। "বাণীমন্দির অনুসন্ধান বিভাগ" তাহার কৃতজ্ঞ গ্রাহকবৃন্দের উদার অনুদানের উপর নির্ভর করিয়াই টিকিয়া থাকিত। নন্দলাল দাস মহাশয় ও পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রায় তিন দশক– ইং ১৯৩৪ হইতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একসঙ্গে উক্ত সংস্থায় কর্ম্মরত ছিলেন।

১৯৬০ দশকে প্রতিষ্ঠাতা নন্দলাল দাসের স্বর্গবাস হইলে 'বাণী মন্দির অনুসন্ধান বিভাগ' সংস্থা  বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার কন্যা দীপ্তি এই সংগঠন চালিয়া যাইতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই তিনি সেই কার্যালয়ের কাঠের আলমিরা, পুরাতন এবং

দুর্লভ গ্রন্থ, বংশতালিকা এবং টিনের পাত্রের মতো সমস্ত উপকরণ অনিল কুমার বসুমল্লিক নিকট মাত্র ৫০০.০০ টাকায় ক্রয় করিয়া ছিলেন।

পরেশবাবু ইহাতে খুব মর্মাহত হইয়া গিয়া ছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার কিছুটা আসক্তির পাশাপাশি ঐ পেশার প্রতি আসক্তি ছিল। অনেক মক্কেল তাঁহার নিকট আসিয়া বংশ-তালিকা অঙ্কিত করিবার অনুরোধ জানাইয়া ছিল। কিন্তু তাঁহার কর্তৃক পূর্ব্বেকার বংশতালিকা ও প্রয়োজনীয় বংশতালিকা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি দেখিবার সুযোগ ছিল না। কখনও কখনও তিনি অনিল বাবুর নিকট যাইতেন প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখিতে। কিন্তু কয়েকবার তা করিবার পর কোনো কারণবশত আর সম্ভবপর হইয়া উঠেনি। ইতিমধ্যে বাণী মন্দিরের সমস্ত উপকরণ হুগলির চন্দননগর নিবাসী চিত্তরঞ্জন মণ্ডল অনিল কুমার বসুমল্লিকের নিকট হইতে ৩০০০.০০ টাকায় কিনিয়া ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বাবু ছিলেন এক ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী; কলিকাতার শ্যামবাজারে তাঁহার একখানি কাঁচের দোকান রহিয়াছিল। অপরপক্ষে, পরেশ বাবুর আয়ের নির্দিষ্ট কোনো উৎস বা নিয়মিত ব্যস্ততা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে, বহু শুভাকাঙ্ক্ষী ও ক্রেতাগণ তাঁহার সহায়তায় এগিয়ে আসেন। সংগৃহীত অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল চিত্তরঞ্জন মণ্ডলের নিকট হইতে সামগ্রীসমূহ পুনরুদ্ধার করিবার নিমিত্ত, যাহা পরেশ বাবুর নিকট হস্তান্তরিত হইয়া তাঁহার জীবিকাসংস্থান নিশ্চিত করিল, তথা সমস্ত বংশগত দলিলাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থাও সুদৃঢ় হইল।

পরেশনাথ চক্রবর্ত্তী স্বাধীনভাবে এক জন বংশতত্ত্ববিদরূপে তাঁহার পেশা পরিচালনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ইংরাজি ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি ‘বংশাবলি অনুসন্ধান কেন্দ্র’ প্রতিষ্ঠা করেন। পরেশ বাবুর পরলোকগমনের পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তারকনাথ পিতার পেশা অনুশীলন করিয়া ছিলেন, তবে তাহা দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত অতি স্বল্প পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হন। তিনি অল্প বয়সে এ বিষয়ে সামান্য প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন, পিতার সহায়তা করিতেন এবং তাঁহার নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের ভিত্তিতে বংশগত গবেষণার সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করেন। পিতার পরলোকগমনের পর, ইং ২০১৩ খৃষ্টাব্দে

তিনি নিজ পরিবার–স্ত্রী উষা ও দুই পুত্র ভোলানাথ ও দীপঙ্করকে কলিকাতা হইতে হুগলির শ্রীরামপুরে এক ক্ষুদ্র ভাড়া বাটিতে স্থানান্তরিত করেন।

তিনি তাঁহার পিতার সমস্ত জিনিসপত্রও সঙ্গে বহন করিয়া ছিলেন। তথাপি, ক্ষুদ্র ভাড়াবাটিতে উপযুক্ত স্থানের অভাব এবং উক্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি যথাযথরূপে সংরক্ষণ করা তাঁহার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বাহিরে থাকায়, তিনি গবেষণার স্বার্থে Anthropological Survey of India (AnSI) (Govt. of India), Kolkata-কে সমস্ত দান করিয়া আসেন।
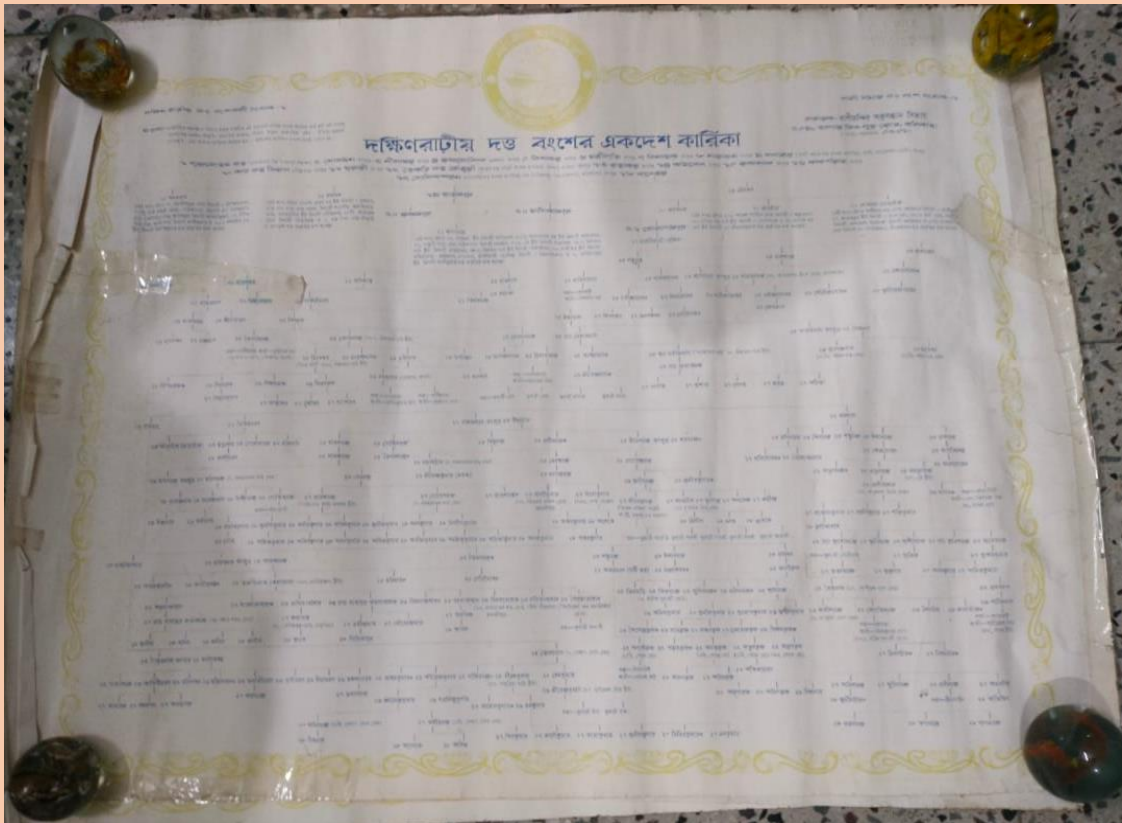
“বাণীমন্দির অনুসন্ধান বিভাগ” কর্তৃক কলিকাতার ‘হাটখোলার দত্ত’-দিগের বংশতালিকা

**********